WORLD STANDARDS DAY 2000-10-14

৩১তম বিশ্বমান দিবস
শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়

Bangladesh Standards and Testing Institution
Ministry of Industries

WORLD STANDARDS DAY 2000-10-14

31st World Standards Day
International Standards for Peace and Prosperity

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২৯ আশ্বিন ১৪০৭
১৪ অক্টোবর ২০০০

বাণী

বিশ্বমান দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের বিশ্বমান দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "International Standards for Peace and Prosperity" অর্থাৎ "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান" নিঃসন্দেহে অর্থবহ।

মান সম্মত পণ্য উৎপাদন যে কোন দেশের পরিচিতিকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে। এটা সম্ভব হবে যদি উৎপাদনকারীগণ সচেতনতার সাথে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে এগিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন লাগসই প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সৃজনশীল কর্মীর। আমি আশা করি, দেশের সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাই উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগত মান সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হবে।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ)

ISO IEC ITU

World Standards Day Message
14 October 2000
International Standards for Peace and Prosperity

In a world that changes and evolves ever more rapidly– technically, economically and in all kinds of international relations–human beings have a strong need for stabilizing influences. In their constant quest to explore, create and develop, they also need to bring greater order, peace and prosperity to the world. In this seeming paradox, they almost invariably need a known starting point, some 'rules of procedure' and eventually a common basis for measuring progress, acceptability and achievement.

At the philosophical or intellectual level, these are provided by moral or ethical standards that can theoretically be adopted and applied by anyone in any walk of life. Specifically in technology and science, and therefore in the vast proportion of industrial, business and economic spheres, they are most often articulated in the consensus-based documents published as International Standards or Recommendations by the three truly global standardization bodies: the International Electrotechnical Commission (IEC), the International Organization for Standardization (ISO) and the International Telecommunication Union (ITU).

These technical standards, too, are voluntarily conceived, elaborated, adopted and applied by users ranging all the way from individuals through companies, professional associations and national governments to regional groupings. They are democratically developed in the widest global perspective, aiming to offer the greatest good to the greatest number.

There can be no such thing as an absolute, immutable standard, either intellectual or technical. Like morals and ethics that have evolved and been refined over the millennia, International Standards in the 21st Century are living guidelines and specifications. They must retain a degree of flexibility and be open to adaptation, modernization and improvement, even withdrawal or replacement when changing circumstances, technologies or markets so demand.

But to achieve the desired result among the interested parties–whether these be safety regulators, development engineers or competing manufacturers, for example–the standards development process must first allow an essential level of consensus, a stable foundation on which to build an agreed route forward. One vital role of IEC, ISO and ITU standards and other technical agreements is therefore to create an equilibrium, a form of peace, from all the competing technical, economic, social and environmental pressures that make up our modern world.

Just as it is easy to be cynical about the chances of achieving global peace and prosperity, it is easy to be sceptical about the consensual base on which international standards are developed, seeing consensus as "soft compromizer" and, therefore, ineffective. In fact, building consensus from starting positions that may be very far apart and held by powerful market players often requires much discussion, vigorous debate and argument, negotiation and, on occasions, confrontation among market players.

This by its nature is neither an easy nor in many cases a fast process. But it is the huge benefits, not only for the participants but most importantly for the prosperity and convenience of mankind in general, that drive international standardization forward. The global technical agreements forged in the **IEC, ISO** and **ITU** help to set and maintain the highest levels of safety, performance and quality in a vast range of products and services, to ensure their environmental friendliness, to foster technical understanding and technology exchange around the world, and to promote the rapidly expanding business and trade among nations that are a hallmark of our times and the cornerstones of sustainable social as well as economic development.

Recognition of the importance of International Standards comes in different ways and forms, and from different sectors of society. At one end of the scale, the fact that our everyday reliance on product safety, the availability of robust communications and a constantly increasing quality of service bears tribute to the value of thousands of unseen standards from the **IEC, ISO** and **ITU.** At the other end, the World Trade Organisation's Agreement on Technical Barriers to Trade emphasizes the vital role played by International Standards in providing the technical foundation for global markets and calls on all governments to make maximum use of them in lowering unnecessary technical barriers to free trade.

Without agreement, there can be no peace. And without peace, there can be no lasting prosperity. International Standards are an essential tool in mankind's continuing efforts to achieve more of both.

M. Mathias fünfschilling

M. Giacomo Elias

M. Yoshio Utsumi

তোফায়েল আহমেদ, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ঃ ০৪-১০-২০০০ খ্রিঃ

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও "বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)" বিশ্বের অন্যান্য মান সংস্থার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে 'বিশ্বমান দিবস' পালন করতে যাচ্ছে। আমি "বিএসটিআই'র" এ উদ্যোগ গ্রহণে আনন্দিত।

৩১তম বিশ্বমান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "International Standards for Peace and Prosperity" অর্থাৎ "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান।" এই উদ্দেশ্য সফল বাস্তবায়নের জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ। মান সম্মত পণ্য ভোক্তার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেই শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির দ্বার উম্মোচিত হবে। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে থাকলে আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে টিকে থাকতে সক্ষম হব এবং উম্মুক্ত হবে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য। বৈদেশিক বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ফলে সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের এ গুরুদায়িত্ব বিএসটিআই পালন করে যাচ্ছে। জাতীয় মানের সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। পণ্যের গুণগত মান, বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীত করণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমরা বাংলাদেশী পণ্যকে বিশ্ব বাজারে সমাদৃত করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আজ এই দিবস পালন, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(তোফায়েল আহমেদ)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ আশ্বিন ১৪০৭
০৪ অক্টোবর ২০০০

বাণী

বাংলাদেশে ৩১তম বিশ্বমান দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবসের কর্মসূচি পণ্য ও সেবার মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন আমাদের লক্ষ্য। মানসম্পন্ন শিল্প পণ্য উৎপাদন এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে পণ্যের গুণগত মান সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় বাজারে দেশজ পণ্যের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হবে। পণ্যের মান ও গুণ নির্ধারণ, নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হোক বিশ্বমান দিবসে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

বিশ্বমান দিবস কর্মসূচি সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ভারপ্রাপ্ত
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।

বাণী

আর্জাতিক মান সংস্থা (ISO) এর সদস্য হিসেবে "বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন (বিএসটিআই)" কর্তৃক দেশে বিশ্বমান দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই। বিশ্বমান দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "International Standards for Peace and Prosperity" অর্থাৎ "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান।"

বর্তমান বিশ্বে ক্রেতা সাধারণ পণ্যের মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। পণ্যের চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে পণ্যের গুণগত মানের উপর। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীগণকে আরও সচেতনতার সাথে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে দেশীয় পণ্যের চাহিদা পূরণ ও রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য বলে মনে করি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে মান সম্মত পণ্য উৎপাদন।

বিএসটিআই পণ্যের মান প্রণয়ন, পরীক্ষণের মাধ্যমে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ শুধুমাত্র বিএসটিআই'র একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনা, তাই প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩১তম বিশ্বমান দিবস পালনের মাধ্যমে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিল্প মালিক তথা উৎপাদনকারীগণ এবং ভোক্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

(আল-আমীন চৌধুরী)

বাণী

আজ ৩১তম বিশ্বমান দিবস। প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিশ্বমান দিবস পালিত হচ্ছে। পণ্যের ও সেবার মান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই দিবসটি পালনের অন্যতম লক্ষ্য।

বিশ্বে দ্রুতগতিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সুফল পেতে হলে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও সেবার মান বৃদ্ধি করে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যেতে পারে। একটি জাতীয় মান অনুসরণে উৎপাদিত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোক্তার চাহিদা ও শিল্পপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়।

বিএসটিআই দেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ভিত্তিতে ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার্থে মান প্রণয়ন করে আসছে। বিএসটিআই প্রণীত মান সঠিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারী, ভোক্তা তথা সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ সাধিত হতে পারে এবং দেশীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

এবারের বিশ্বমান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান" আইএসও কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। ISO, IEC ও ITU এই তিনটি সংস্থা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান প্রণয়ন করে আসছে। 'বিএসটিআই' আইএসও'র সদস্য হিসেবে আইএসও কর্তৃক প্রণীত মান সরাসরি গৃহীত করে আসছে। এসকল বাংলাদেশ মান (বিডিএস) আমাদের শিল্প ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য কারিগরী দলিল হিসাবে কাজ করবে বলে আমি আশাবাদী। সংশ্লিষ্টের নিকট মানকে পৌঁছানোর মাধ্যমে পণ্য সামগ্রীর গুণগত মান উন্নয়ন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি পূর্বক শিল্প ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য বিএসটিআই সর্বদা সচেষ্ট।

শিল্প বিকাশ ও রপ্তানী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করতে বিএসটিআইকে সংশ্লিষ্ট সকলে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশ্বমান দিবসে সকলকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

(আজিজ আহমেদ চৌধুরী)
মহা-পরিচালক

সৌজন্যে ঃ বিউটি মসলা প্রোডাক্টস, মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লিঃ